International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(1): 194-198
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com
Received: 14-02-2026
Accepted: 25-02-2026
Publish : 27-02-2026

Payel Khatun
M.A in Philosophy,
Assistant Professor (Former Guest-Faculty),Berhampur Girls College,
West Bengal, India

Correspondence:
Payel Khatun
M.A in Philosophy,
Assistant Professor (Former Guest-Faculty),Berhampur Girls College,
West Bengal, India

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত ও ইসলামিক সুফি দর্শন : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

Payel Khatun

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19400724

Abstract (সারাংশ)

ভারতীয় ও ইসলামিক দর্শন মানব অস্তিত্ব, পরম সত্য এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গভীর আলোচনা করে এসেছে। ভারতীয় দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক শ্রী শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ব্রহ্ম ও আত্মার অদ্বৈত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই দর্শনের মতে ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য এবং মানুষের আত্মা মূলত সেই ব্রহ্মের সঙ্গেই অভিন্ন। অন্যদিকে ইসলামি দর্শন, বিশেষত সুফিবাদে, আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদ ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুফি দার্শনিকরা মনে করেন যে ,সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের আত্মা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

এই গবেষণাপত্রে অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামিক সুফি দর্শনের মধ্যে দার্শনিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল এই দুই ভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে ধারণাগত মিল ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা এবং তাদের মধ্যে সম্ভাব্য দার্শনিক সংলাপের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা। এই গবেষণায় মূলত তুলনামূলক দার্শনিক পদ্ধতি (comparative philosophical method) অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক ও গৌণ তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যেউভয় দার্শনিক ধারাতেই পরম বাস্তবতার ঐক্য এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যদিও অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতার ধারণা বিদ্যমান, ইসলামিক দর্শনে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বজায় থাকে। তবুও এই দুই দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং দার্শনিক সংলাপকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Keywords: অদ্বৈত বেদান্ত, সুফিবাদ, তাওহিদ, তুলনামূলক দর্শন, শঙ্করাচার্য

১.ভূমিকা (Introduction)

দর্শনের ইতিহাসে মানব অস্তিত্ব, পরম সত্য এবং জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান একটি মৌলিক বিষয়। বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ভারতীয় দর্শন এবং ইসলামি দর্শন উভয়ই এই অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। যদিও এই দুই দর্শন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছে, তবুও তাদের মধ্যে কিছু মৌলিক দার্শনিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শ্রী শঙ্করাচার্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। অষ্টম শতাব্দীতে তিনি অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে সুসংগঠিত রূপ দেন এবং উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁর ভাষ্যের মাধ্যমে এই দর্শনের মৌলিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করেন। অদ্বৈত বেদান্তের মূল ধারণা হল যে ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য এবং জগতের বহুত্ব মূলত মায়ার ফল। মানুষের আত্মা বা আত্মান প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গেই গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অজ্ঞানের কারণে মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে এই অভিন্নতার উপলব্ধি সম্ভব হয়। এই উপলব্ধিই মানুষের মুক্তির পথ।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন মূলত এক ধরণের অধিবিদ্যাগত একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে সমস্ত অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হিসেবে ব্রহ্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই দর্শনের মতে, জগৎ আপাত বাস্তব হলেও চূড়ান্ত অর্থে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য হল এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। এই কারণে অদ্বৈত বেদান্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অন্যদিকে ইসলামি দর্শনও মানব অস্তিত্ব এবং পরম সত্যের প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছে। ইসলামি দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা হল আল্লাহর একত্ব, যা তাওহিদ নামে পরিচিত। ইসলামি চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত সুফি ঐতিহ্যে এই একত্বের ধারণা গভীর আধ্যাত্মিক

ব্যাখ্যা লাভ করেছে। সুফি দার্শনিকরা বিশ্বাস করেন যে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের আত্মা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং ঈশ্বরপ্রেমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

সুফিবাদে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রধান পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেক সুফি চিন্তাবিদ মানুষের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মনে করেছেন যে এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ পরম সত্যের নিকটবর্তী হতে পারে। যদিও ইসলামি ধর্মতত্ত্বে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, তবুও সুফি দর্শনে মানুষের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। যদিও এই দুই দর্শনের ধর্মীয় ভিত্তি ভিন্ন, তবুও তাদের মধ্যে কিছু ধারণাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় দর্শনেই পরম সত্যের একত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং আত্মিক সাধনার গুরুত্ব স্বীকৃত। একই সঙ্গে উভয় ঐতিহ্যেই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অন্তর্গত উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

২.সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামি সুফি দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক ও গবেষক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। এই সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রধানত সেইসব দার্শনিক ও গবেষকদের কাজ আলোচনা করা হবে, যারা ভারতীয় বেদান্ত দর্শন এবং ইসলামি দর্শনের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছেন।

ভারতীয় দর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন Sarvepalli Radhakrishnan। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Indian Philosophy-এ তিনি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারার একটি বিস্তৃত ও সুসংগঠিত বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি উপনিষদ, বেদান্ত এবং বিশেষত Adi Shankaracharya প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মৌলিক তত্ত্বগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণনের মতে অদ্বৈত বেদান্ত কেবল একটি দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং এটি মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি গভীর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তিনি মনে করেন যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন পরম সত্যের একত্বকে প্রতিষ্ঠা করে এবং মানুষের আত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ করে।

ইসলামি দর্শনের ক্ষেত্রেও আধুনিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন Seyyed Hossein Nasr। তাঁর গ্রন্থ Islamic Philosophy from Its Origin to the Present-এ ইসলামি দর্শনের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং এর প্রধান দার্শনিক প্রবণতাগুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাসরের মতে ইসলামি দর্শন কেবল ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি সমৃদ্ধ বৌদ্ধিক ঐতিহ্য, যেখানে অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত সুফি দর্শনে আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদের ধারণা একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

সুফি দর্শনের আধ্যাত্মিক দিক ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন Annemarie Schimmel। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Mystical Dimensions of Islam-এ তিনি সুফিবাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, প্রতীকবাদ এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন। শিমেলের মতে সুফিবাদ মূলত ঈশ্বরপ্রেম এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি গভীর আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এই ঐতিহ্যে মানুষের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় Swami Vivekananda গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর বক্তৃতা ও রচনায় অদ্বৈত দর্শনের একটি ব্যবহারিক ও মানবকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি মনে করেন যে অদ্বৈত বেদান্ত কেবল তাত্ত্বিক দর্শন নয়, বরং এটি মানবজাতির ঐক্য ও সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করে (Vivekananda, 1994)।

একইভাবে Rabindranath Tagore তাঁর দার্শনিক রচনায় উপনিষদীয় চিন্তা ও বেদান্ত দর্শনের মানবতাবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের আত্মিক বিকাশ এবং বিশ্বমানবতার ধারণা অদ্বৈত দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত (Tagore, 2002)।

সুফি কবিতার ক্ষেত্রে Jalaluddin Rumi-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যে ঈশ্বরপ্রেম, আত্মসমর্পণ এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যের ধারণা অত্যন্ত গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে (Rumi, 1995)।

উপরোক্ত গবেষণাগুলি থেকে দেখা যায় যে ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামি সুফি দর্শনের মধ্যে কিছু ধারণাগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। তবুও এই বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণা এখনও সীমিত। বিশেষত অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের মধ্যে দার্শনিক সংলাপের সম্ভাবনা নিয়ে আরও গভীর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রবন্ধটি সেই দিকেই একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্ন (Objectives and Research Questions)

৩.১ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মৌলিক তত্ত্ব, বিশেষত ব্রহ্ম, আত্মা ও মায়ার ধারণা বিশ্লেষণ করা

ইসলামিক সুফি দর্শনের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি, বিশেষত তাওহিদ, আত্মশুদ্ধি ও ঈশ্বরপ্রেমের ধারণা ব্যাখ্যা করা

অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা

তুলনামূলক দার্শনিক পদ্ধতির মাধ্যমে উভয় ঐতিহ্যের মধ্যে সম্ভাব্য দার্শনিক সংলাপের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা

৩.২ গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions)

এই গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে—

ক.অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম ও আত্মার সম্পর্ক কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

খ.ইসলামিক সুফি দর্শনে আল্লাহর একত্ব (তাওহিদ) এবং মানুষের আত্মার অবস্থান কীভাবে নির্ধারিত হয়?

গ.অদ্বৈত বেদান্ত ও সুফি দর্শনের মধ্যে প্রধান দার্শনিক সাদৃশ্যগুলি কী?

ঘ.এই দুই দর্শনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় নিহিত, বিশেষত স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে?

ঙ.তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দুই দর্শনের মধ্যে কী ধরনের দার্শনিক সংলাপ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

৪.গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণায় মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি এবং তুলনামূলক দার্শনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণার মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রাথমিক এবং গৌণ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে সম্ভাব্য দার্শনিক সংলাপের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৫. দার্শনিক তাত্ত্বিক কাঠামো (Philosophical Framework)

এই অংশে অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামিক সুফি দর্শনের মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। উভয় দর্শনের প্রধান ধারণা, যেমন পরম সত্য, আত্মা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আলোচনা পরবর্তী তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য একটি প্রাথমিক কাঠামো প্রদান করে।

৫.(ক)অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল ধারণা

অদ্বৈত বেদান্ত ভারতীয় দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী দার্শনিক ধারা। এই দর্শনের সুসংহত ব্যাখ্যা ও দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন আদি শঙ্করাচার্য। তিনি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভাগবত গীতার ব্যাখ্যার মাধ্যমে অদ্বৈত বেদান্তকে সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল রূপ প্রদান করেন বিশেষত তাঁর Brahma Sutra Bhashya-এ অদ্বৈত বেদান্তের মৌলিক তত্ত্বগুলি সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে (Shankaracharya, 1977)।

অদ্বৈত বেদান্তের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব হল যে পরম সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। এই পরম সত্যকে 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করা হয়।উপনিষদে বলা হয়েছে— "একং এবাদ্বিতীয়ম্" (Chandogya Upanishad, 6.2.1), অর্থাৎ পরম সত্য এক এবং দ্বিতীয় কিছু নেই। ব্রহ্মকে নিরাকার, নির্গুণ এবং সর্বব্যাপী সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই দর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজগৎ এবং সমস্ত অস্তিত্বের চূড়ান্ত ভিত্তি ও পরম বাস্তবতা হল ব্রহ্ম।(Radhakrishnan, 2008)

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র পরম বাস্তবতা, আর জাগতিক জগৎ আপাত বা মায়াময়। এখানে 'মায়া' বলতে সম্পূর্ণ অবাস্তব কিছু বোঝানো হয় না; বরং এটি এমন এক আপেক্ষিক বাস্তবতা যা মানুষের অজ্ঞানের কারণে বাস্তব প্রতীয়মান হয় (Shankaracharya, 1977)। মানুষের চেতনায় যখন অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তখন সে জগতের বহুত্ব ও ভিন্নতাকে সত্য বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভের মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে এই বহুত্ব আসলে একটি আপাত প্রতীয়মান অবস্থা।

অদ্বৈত বেদান্তে মানুষের আত্মা বা আত্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। এই দর্শন অনুযায়ী আত্মান প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গেই অভিন্ন। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্মের মধ্যে কোনো মৌলিক ভেদ নেই। উপনিষদের বিখ্যাত উক্তি "তত্ত্বমসি" (Chandogya Upanishad, 6.8.7) এই ঐক্যকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্মের মধ্যে কোনো মৌলিক ভেদ নেই (Radhakrishnan, 2008)। কিন্তু অবিদ্যার কারণে মানুষ এই ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে না এবং নিজেকে পৃথক সত্তা হিসেবে ভাবতে থাকে। এই ভ্রান্ত ধারণাই মানুষের দুঃখ, বন্ধন এবং সংসারের মূল কারণ।

এই অজ্ঞানের অবসান ঘটে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে। অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞান বা আত্মোপলব্ধি মুক্তির প্রধান পথ হিসেবে বিবেচিত। যখন মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করে যে আত্মা ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন, তখন সে মায়া ও অজ্ঞানকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। এই অবস্থাকেই মোক্ষ বা মুক্তি বলা হয়।(Shankaracharya, 1977)

অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞান অর্জনের জন্য শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন এই তিনটি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে (Radhakrishnan, 2008)। শ্রবণ অর্থ হল শাস্ত্র ও আচার্যের কাছ থেকে সত্যের শিক্ষা গ্রহণ করা। মনন হল সেই শিক্ষার উপর গভীরভাবে চিন্তা করা, আর নিদিধ্যাসন হল সেই সত্যকে অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করার জন্য ধ্যান ও আত্মচিন্তার মাধ্যমে চর্চা করা। এই আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই মানুষ পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

অতএব বলা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি করা যে সমগ্র অস্তিত্বের মূল এক এবং অদ্বিতীয়। এই উপলব্ধি মানুষকে আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং পরম সত্যের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে।

৫.(খ)ইসলামিক সুফি দর্শনের ধারণা

ইসলামিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল সুফি দর্শন বা সুফিবাদ। এই দর্শনের মূল ভিত্তি হল আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদের ধারণা। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়; তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। সুফি চিন্তাবিদরা এই তাওহিদের ধারণাকে কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে নয়, বরং একটি গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সত্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন (Nasr, 2006)। তাদের মতে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা।

সুফি দর্শনে মানুষের আত্মা বা রূহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা মূলত পবিত্র এবং তা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু জাগতিক আকর্ষণ, অহংকার এবং ভোগবিলাস মানুষের আত্মাকে তার প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত করে। তাই সুফি সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য হল আত্মশুদ্ধি এবং আত্মিক উন্নতি (Chittick, 2000)। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরের অশুদ্ধতা দূর করে এবং আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তি অনুভব করতে সক্ষম হয়।

সুফি দর্শনে আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন ধাপের কথা বলা হয়েছে। এই সাধনার মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং আল্লাহর নৈকট্যের দিকে এগিয়ে যায়। অনেক সুফি চিন্তাবিদ মনে করেন যে সত্যিকারের জ্ঞান কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং তা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়(Schimmel, 1975)। এই কারণে সুফি দর্শনে ধ্যান, জিকির, প্রার্থনা এবং আল্লাহর স্মরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে Al-Ghazali উল্লেখযোগ্য, যিনি বলেন যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্তরের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং তা কেবল যুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় (Al-Ghazali, 2000)।

ইসলামিক সুফি দর্শনে ঈশ্বরপ্রেম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। অনেক সুফি সাধক বিশ্বাস করেন যে আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মানুষ তার আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই প্রেম মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে। সুফি কবি ও দার্শনিকদের রচনায় এই ঈশ্বরপ্রেম এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার গভীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।ইসলামিক সুফি দর্শনে ঈশ্বরপ্রেম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। Jalaluddin Rumi-এর কাব্যে এই প্রেম গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন— "The wound is the place where the Light enters you" (Rumi, 1995), যা আধ্যাত্মিক রূপান্তরের একটি প্রতীকী ব্যাখ্যা প্রদান করে।

অতএব বলা যায় যে সুফি দর্শন ইসলামিক আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। এখানে মানুষের আত্মিক উন্নতি, ঈশ্বরপ্রেম এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুফি দর্শন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে গভীরতর অর্থ প্রদান করে এবং তাকে পরম সত্যের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

৫.(গ)অদ্বৈত বেদান্ত ও সুফি দর্শনের সাদৃশ্য

ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন এবং ইসলামিক সুফি দর্শনের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও এই দুই দর্শনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন, তবুও তাদের কিছু মৌলিক ধারণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল দেখা যায়। এই সাদৃশ্যগুলি মূলত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, পরম সত্যের ধারণা এবং মানুষের আত্মিক উন্নতির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

সূত্র: নিজস্ব

চিত্র বিশ্লেষণ (Figure Analysis)

উপরোক্ত চিত্রে অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামিক সুফি দর্শনের মৌলিক তাত্ত্বিক কাঠামোর একটি তুলনামূলক উপস্থাপনা প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রটির বামদিকে অদ্বৈত বেদান্ত এবং ডানদিকে ইসলামিক দর্শনের সুফি দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা উভয় ঐতিহ্যের কেন্দ্রীয় দার্শনিক ধারণাগুলিকে সরল ও চিত্ররূপে প্রকাশ করে।

অদ্বৈত বেদান্ত অংশে দেখানো হয়েছে যে 'ব্রহ্ম = আত্মা', অর্থাৎ পরম সত্য এবং ব্যক্তিগত আত্মার মধ্যে কোনো মৌলিক ভেদ নেই। এই ধারণা অনুযায়ী পরম সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। চিত্রে আরও নির্দেশ করা হয়েছে যে 'মায়া' বা অজ্ঞানের কারণে জগতের বহুত্ব প্রতীয়মান হয়, এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে এই মায়া অতিক্রম করে সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

অন্যদিকে ইসলামিক সুফি দর্শনের অংশে 'তাওহিদ' বা আল্লাহর একত্বকে কেন্দ্রীয় ধারণা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে আল্লাহকে একমাত্র পরম সত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি সৃষ্টির স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। চিত্রে 'সৃষ্টির নির্ভরতা' এবং 'আধ্যাত্মিক সাধনা'-র মাধ্যমে মানুষের আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্রের মধ্যবর্তী অংশে 'সাদৃশ্য' নির্দেশক একটি তীরচিহ্নের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে উভয় দর্শনের মধ্যে কিছু মৌলিক মিল রয়েছে। বিশেষত পরম সত্যের একত্ব, আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্ব এবং অন্তর্দৃষ্টিনির্ভর জ্ঞানের উপর জোর—এই বিষয়গুলিতে দুই দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তবে একই সঙ্গে চিত্রটি সূক্ষ্মভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও নির্দেশ করে। অদ্বৈত বেদান্তে যেখানে আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়েছে, সেখানে ইসলামিক দর্শনে স্রষ্টা (আল্লাহ) এবং সৃষ্টি (মানুষ ও জগত)-এর মধ্যে একটি মৌলিক ভেদ বজায় থাকে।

অতএব, এই চিত্রটি অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামিক সুফি দর্শনের মধ্যে দার্শনিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করে এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের একটি কার্যকর কাঠামো প্রদান করে।সাদৃশ্য গুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, উভয় দর্শনেই পরম সত্যের একত্বের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্মকে একমাত্র পরম সত্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর সুফি দর্শনে আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই দুই ক্ষেত্রেই পরম বাস্তবতাকে এক এবং সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গুরুত্ব উভয় দর্শনেই বিশেষভাবে স্বীকৃত। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। একইভাবে সুফি দর্শনেও আধ্যাত্মিক সাধনা, ধ্যান এবং ঈশ্বরস্মরণের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, এই দুই দর্শনেই জাগতিক জগতকে সীমিত বা আপেক্ষিক বাস্তবতা হিসেবে দেখা হয়। অদ্বৈত বেদান্তে জগতকে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর সুফি চিন্তায় জাগতিক জীবনকে সাময়িক ও পরিবর্তনশীল বলে বিবেচনা করা হয়।

অতএব বলা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের মধ্যে এই ধরনের সাদৃশ্য বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে দার্শনিক সংলাপের সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে এবং আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে।

৫.(ঘ)মৌলিক পার্থক্য

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন এবং ইসলামিক সুফি দর্শনের মধ্যে কিছু দার্শনিক সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও বিদ্যমান। এই পার্থক্যগুলি মূলত পরম সত্যের প্রকৃতি এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক সম্পর্কে তাদের ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র পরম বাস্তবতা, এবং আত্মা বা আত্মান মূলত সেই ব্রহ্মের সঙ্গেই অভেদ সম্পর্কযুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা এবং পরম সত্যের মধ্যে কোনো সত্তাগত ভেদ স্বীকৃত নয়। অদ্বৈত মতে মানুষের মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন সে আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে

এই মৌলিক ঐক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই উপলব্ধির ফলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বরূপকে ব্রহ্মরূপে অনুধাবন করে।

অন্যদিকে ইসলামিক দর্শনে আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বজায় থাকে। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা। মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারা তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

এই কারণে ইসলামিক দর্শনে মানুষের আত্মা কখনোই আল্লাহর সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে যায়—এমন ধারণা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এখানে মানুষের প্রধান লক্ষ্য হল আল্লাহর প্রতি ভক্তি, আনুগত্য এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।

অতএব বলা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামিক দর্শনের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক সম্পর্কে তাদের ভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত।

৫.(ঙ)তুলনামূলক দার্শনিক সংলাপ ও তার গুরুত্ব

তুলনামূলক দর্শন দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাক্ষেত্র, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংলাপ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন দর্শনের মৌলিক ধারণা, তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন ঐতিহ্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এবং দার্শনিক চিন্তার বিস্তৃত পরিসর সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়।

বিশেষত আধুনিক বিশ্বে, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে তুলনামূলক দর্শনের গুরুত্ব আরও বেশি হয়ে উঠেছে। এই ধরনের গবেষণা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে এটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে।

অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ আমাদের দেখায় যে ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেও কিছু মৌলিক আধ্যাত্মিক ধারণার মিল থাকতে পারে। এই ধরনের গবেষণা কেবল দার্শনিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে না, বরং মানব সমাজে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ধারণাকেও শক্তিশালী করে।

৬.উপসংহার

এই গবেষণার আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত এবং ইসলামিক সুফি দর্শনের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় দর্শনেই পরম সত্যের ধারণা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং মানুষের আত্মিক উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তে যেমন ব্রহ্মকে সর্বোচ্চ বাস্তবতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি সুফি দর্শনে আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদকে আধ্যাত্মিক সত্যের কেন্দ্রীয় ধারণা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই দুই দর্শনের আলোচনায় মানুষের আত্মিক সাধনা, জ্ঞান এবং ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। তবে এই সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উভয় দর্শনের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্যও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা বলা হলেও ইসলামিক দর্শনে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একটি মৌলিক ভেদ বজায় থাকে। এই পার্থক্য দুই দর্শনের ধর্মীয় ভিত্তি ও দার্শনিক ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে।

তবুও এই গবেষণা থেকে স্পষ্ট হয় যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের গবেষণা আমাদেরকে ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংলাপের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করে। অতএব বলা যায় যে অদ্বৈত বেদান্ত এবং সুফি দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন কেবল দার্শনিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে না, বরং মানব সমাজে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের ধারণাকেও আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

References

1. Al-Ghazali. (2000). The alchemy of happiness (C. Field, Trans.). M. E. Sharpe.
2. Chittick, W. C. (2000). Sufism: A short introduction. Oneworld Publications.
3. Deussen, P. (1906). The philosophy of the Upanishads. T&T Clark.
4. Ibn Arabi. (1980). Fusus al-hikam (The bezels of wisdom). Paulist Press.
5. Nasr, S. H. (2006). Islamic philosophy from its origin to the present. State University of New York Press.
6. Panikkar, R. (1981). The intrareligious dialogue. Paulist Press.
7. Radhakrishnan, S. (2008). Indian philosophy (Vol. 1). Oxford University Press.
8. Rumi, J. (1995). The essential Rumi (C. Barks, Trans.). HarperCollins.
9. Schimmel, A. (1975). Mystical dimensions of Islam. University of North Carolina Press.
10. Shankaracharya, A. (1977). Brahma Sutra Bhashya. Advaita Ashrama.
11. Tagore, R. (2002). The religion of man. Rupa Publications.
12. Vivekananda, S. (1994). The complete works of Swami Vivekananda (Vols. 1–8). Advaita Ashrama.